মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৫

ইন্টারন্যাশনাল ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস প্রজেক্টের পরিচালক ইয়াসমিন সুকা-এর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবী, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ও বিচার-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, ইন্টারন্যাশনাল ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস প্রজেক্টের নির্বাহী পরিচালক, দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এবং ডেসমন্ড টুটু পিস সেন্টারের ট্রাস্টি ইয়াসমিন সুকা ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। মন্তব্য খাতায় তিনি লেখেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখা ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সংগ্রামের কথা জানতে পারা সত্যিই চমকপ্রদ। তার সঙ্গে ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস প্রজেক্টের পরিচালক ফ্রান্সিস হ্যারিসন এবং দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার এবং স্পেশাল জুরিডিকশন ফর পিস ইন কলম্বিয়া-এর উপদেষ্টা ড. কার্লোস ক্যাস্ট্রেসানা ফার্নান্দেজ।

জাদুঘরে তাকে অভ্যর্থনা জানান প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, মফিদুল হক এবং ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। ইয়াসমিন সুকা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সিয়েরা লিওন ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন-এর সদস্য ছিলেন। তিনি শ্রীলংকায় যুদ্ধাপরাধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তদন্তের জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল এক্সপার্ট প্যানেলের সদস্য এবং দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছেন।

সুলতানার স্বপ্ন বহন করা বাংলাদেশী পাঁচ নারী পর্বতারোহীর সাহসিকতার উদ্‌যাপন নেপালে

হিমালয়ের দুর্গম পর্বতে বাংলাদেশের পাঁচজন নারী পর্বতারোহী তীব্র শীতের মধ্যেও বুকে পাহাড় সমান স্বপ্নকে ধারণ করে মনে রোকেয়া সাখাওয়াত হেসেনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয় নিয়ে 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' প্রতিপাদ্য ধারণ করে তিনটি শৃঙ্গ- ইয়ালা পিক, সুরিয়া পিক এবং গোসাইকুন্ড পিক - প্রথমবারের মতো শীতকালীন অভিযান সম্পন্ন করেছেন।

নারীমুক্তির পথিকৃত রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন নারীর অদম্য অগ্রযাত্রার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই বার্তা নিয়ে নারী পর্বতারোহীরা তাদের অভিযান সম্পন্ন করেন। তাঁদের এই অর্জনকে উদ্‌যাপন করতে নেপালের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান রেড পান্ডা ১৩ জানুয়ারী ২০২৫, সোমবার বিকেল তিনটায় Green Leaf, Putalisadak, Kathmandu-তে এক বিশেষ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে।

উল্লেখ্য অভিযানটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা নারীবাদী কল্প-বিজ্ঞান কাহিনী 'সুলতানার স্বপ্ন' (১৯০৫) দ্বারা অনুপ্রেরণা নিয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান ও শিক্ষায় নারীরা নেতৃত্ব দেন।

এভারেস্ট জয়ী প্রথম বাংলাদেশী নারী নিশাত মজুমদারের নেতৃত্বে এই দলে ছিলেন ইয়াসিম লিসা, অর্পিতা দেবনাথ, মৌসুমী আখতার এপি এবং তহুরা সুলতানা রেখা।

তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইয়ালা শৃঙ্গ (৫,৫০০ মিটার), ব্যাডেন পাওয়েল শৃঙ্গ (৫,৮৫৭ মিটার) এবং নয়া কাঙ্গা (৫,৮৪৪ মিটার) আরোহণ করা। পরিকল্পনা অনুসারে তারা সফলভাবে ইয়ালা শৃঙ্গ আরোহণ করলেও, শীতকালীন বিপজ্জনক পরিস্থিতি, যেমন বরফের ফাটল এবং ভয়াবহ তুষারপাতের ফলে দলটিকে ব্যাডেন পাওয়েল শৃঙ্গ এবং নয়া কাঙ্গা আরোহণের পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকতে হয়।

নিশাত মজুমদার বলেন, 'আমরা ৪,৬০০ মিটার উঁচুতে ব্যাডেন পাওয়েল শৃঙ্গে একটি বেস ক্যাম্প স্থাপন করি, কিন্তু ফাটলের কারণে বাকি পথ এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, হাল ছেড়ে না দিয়ে আমরা তিনটি শৃঙ্গ আরোহণের জন্য একটি নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করি।"

২০০০ মিটার নিচুতে নেমে, দলটি আবারও নতুন করে যাত্রা শুরু করে

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

‘সুলতানার স্বপ্ন অবারিত’ উইমেন্স উইন্টার এক্সপেডিশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা

সুলতানার স্বপ্ন পূরণে নারী অভিযাত্রীদল

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত ‘সুলতানার স্বপ্ন’-এর ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্যা এর ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উৎযাপন করতে বাংলাদেশের পর্বতারোহীদের সংগঠন ‘অভিযাত্রী’ ৫ জন নারীকে নিয়ে প্রথমবারের মত আয়োজন করেছে ‘উইমেন্স উইন্টার এক্সপেডিশন’। ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে এক্সপেডিশনের আর্থিক পৃষ্ঠপোষক মাস্টারকার্ড ও সহযোগী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে অভিযাত্রীদের পতাকা অর্পণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ আয়োজনের সূচনা ঘটে। অভিযাত্রীদের দলনেতা নিশাত মজুমদার, অভিযাত্রী ইয়াসমিন লিসা, তহুরা সুলতানা রেখা, অর্পিতা দেবনাথ ও মৌসুমী আখতার এপি’র হাতে পতাকা তুলে দেন ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিক এনগেজমেন্ট হেড নুসরাত আমিন, মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক।

সুলতানার স্বপ্ন ও রোকেয়া চর্চার তাৎপর্য উল্লেখ করে জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, ‘একটি চমৎকার উদ্যোগ সূচিত হচ্ছে যার বহুমাত্রিকতার বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর অসাধারণ কাজগুলোর মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে আমাদের সবার মাঝে উদ্ভাসিত হচ্ছেন। বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের বিকাশের যে তাগিদ, সেখানে রোকেয়ার নারীমুক্তি এবং নারী অধিকারের মত বিষয়গুলো একত্র হয়ে আছে। ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড এশিয়া প্যাসিফিক এর ব্যাংকক হেডকোয়ার্টারের সেক্রেটারি জেনারেল লিন এন্ মরিউ উইমেন্স উইন্টার এক্সপেডিশন-এর খবরটি শোনার পর যে বার্তা পাঠিয়েছেন সেটি তিনি উল্লেখ করেন। বার্তায় বলা হয় ‘I am thrilled to hear this. The preparation of Obhijatri expedition. I hope it’s going on well. This is such a wonderful news & truly exciting. I have been referring to Sultana’s Dreams inscription and follow-up activities as a model example of the benefits of inscription at the community level in all my memory of the world presentation ever since. You will be pleased to know that Canada just inscribed the manuscript of a feminist novel Anne of Green Gables on it’s national memory of the world register following in the footstep of Sultana’s Dream’.

ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিক এনগেজমেন্ট হেড নুসরাত আমিন তাঁর বক্তব্যে বলেন ‘গত কয়েকমাস আমরা চিন্তা করছিলাম কিভাবে সুলতানার স্বপ্নকে আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। এই ক্যাম্পেইনটি ডিজাইন করার সময় আমরা চিন্তা করছিলাম যে ‘সুলতানা’স ড্রিম আনবাউন্ড’ এই ট্যাগলাইনটির বাংলা কি হতে পারে।

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিএসজিজে-এর ১৫তম মাসিক বক্তৃতা

কান্দে আমার মা

‘কান্দে আমার মা’ বাংলাদেশের ১৯৭১ সালে সংগঠিত হওয়া নৃশংস গণহত্যার ইতিহাসকে ধারন করা গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য-প্রামাণ্য চিত্র। ‘কান্দে আমার মা’ চিত্রটির পরিচালক ফৌজিয়া খানের উপস্থিতিতে ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেন্টার ফর দ্যা স্ট্যাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস আয়োজিত মাসিক বক্তৃতা। প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরির অভিজ্ঞতা ও এর সাথে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সম্পৃক্ততা এবং আগামী দিনে তার প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত করেন ফৌজিয়া খান।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে এবং পৌঁছে দিতে মাসিক বক্তৃতা সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরকে নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য তিনি ফৌজিয়া খানকে ধন্যবাদ জানান।

ফৌজিয়া খান ‘কান্দে আমার মা’ প্রামাণ্যচিত্র কীভাবে শুরু হলো এবং এর চিত্র ধারণ করতে গিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন তা বর্ণনা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সেই সময়কার পরিস্থিতির মধ্যে তার বড় হয়ে ওঠার কথা বলেন। তিনি কখনোই দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না, তবে তিনি ছোটবেলা থেকেই রাজনীতি সচেতন বলে উল্লেখ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বাংলাদেশ ডকুমেন্টারি কাউন্সিলের একটি রাউন্ড টেবিল ডিসকাশনে কথ্য ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হন এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক বয়ান তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করেন। সেখান থেকেই তিনি ‘কান্দে আমার মা’ তৈরি করার কথা চিন্তা করেন। এখন পর্যন্ত নির্মিত এবং প্রচারিত কান্দে আমার মা-এর ৩১০টি পর্ব ফৌজিয়া খান তৈরি করেছেন। অনুষ্ঠানটি স্বাধীনভাবে তৈরি করার সময়ে যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হয়েছেন, সেই অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন প্রামাণ্যচিত্র পরিচালনার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলো যথাযথ গবেষণা। তিনি বলেন ‘কান্দে আমার মা’ প্রামাণ্যচিত্র পর্বগুলো তৈরির অভিজ্ঞতা এবং প্রাপ্তি অমূল্য। এটি তৈরির সময় তিনি বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তার অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি অনুভব করেন যারা ১৯৭১ সালে স্বজন হারানোর বেদনার ভেতর দিয়ে গিয়েছেন তাদের কথা তুলে ধরা অবশ্যকরণীয় কাজ। তিনি কেবল দশটি জেলায় যেতে পেরেছিলেন এবং ৩৬টি উপজেলাকে কেন্দ্র করে তার প্রামাণ্যচিত্রের কাজটি পরিচালনা করেন যার ভেতর একশো’র বেশি গ্রাম রয়েছে। প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরি করতে গিয়ে তিনি প্রায় দেড় হাজার মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ফৌজিয়া খান উল্লেখ করেন তিনি সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে দেখেছেন বেশিরভাগ পরিবারের অন্তত একজন ১৯৭১ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দৈনিক কমপক্ষে তিরিশ জন মানুষ প্রতি গ্রামে নিহত হয়েছেন। তিনি জানান যেসব দুর্গম অঞ্চলে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে তা অভাবনীয়।

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ইন্টারন্যশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনসান্স-নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক ইরেশনি নাইডুকে অভিনন্দন

ইন্টারন্যশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনসান্স ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের ৮টি ইতিহাসভিত্তিক বা ঐতিহাসিক পীঠস্থান জাদুঘরের সমন্বয়ে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য বিশ্বের ৬৫ দেশের ৩০০ প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক এই সংস্থার নতুন নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন ইরেশনি নাইডু সিলভারম্যান, পিএইচডি। তিনি ২০০৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হন। ২০১৪ সাল থেকে তিনি ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনশান্স প্রতিষ্ঠিত গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর জাস্টিস, ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশনের জ্যেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কোয়ালিশনের বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক এলিজাবেথ সিলক্স-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় তার দীর্ঘ ১৫ বছরের শ্রম ও নিষ্ঠাপূর্ণ অবদানের জন্য। একই সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নতুন নির্বাহী পরিচালক ইরেশনি নাইডু সিলভারম্যান-কে স্বাগত জানায় এবং ভবিষ্যতে তিনি সংস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আশা রাখে। ইরেশনি নাইডু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ২০০৮ সাল থেকে। ২০০৮ সালে তিনি জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে তার আন্তরিক সম্পর্কের কথা তিনি প্রকাশ করেছেন ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর প্রেরিত ইমেইলের উত্তরে।

২০০৮ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনকালে ট্রাস্টিবৃন্দ এবং জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সাথে ইরেশনি নাইডু

Dearest Sarwar,

It was such a pleasure to receive your email. When I got appointed to this ED position, you were one of the first people I thought about because you interviewed me for the job when I first started working at the Coalition.

I have thought about LWM and all the trustees with fond memories (I miss Tariq too) because as a founding member LWM played such a central role in shaping the Coalition and its work. It is the legacy of so many of you that I carry forward.

Speaking of age, I met you in Chile when I was 31, I am turning 50 this January. I was also lucky enough to celebrate one of my birthdays at the LWM during one of my visits.

I am so happy to hear that you are still an active trustee of the museum. You have seen so many transitions in Bangladesh in your lifetime, you should write a memoir.

Sarwar I am sending you many hugs and I hope that I can visit you all soon.

Ereshnee

পাঠাগারসমূহে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ-উদ্‌যাপন প্রস্তুতি পরিদর্শন

ইউনেস্কোর এশিয়া প্যাসেফিক অঞ্চল রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ‘সুলতানার স্বপ্ন’কে মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড ঘোষণা করে। ৮ থেকে ১০ মে ২০২৪ মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটোরে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ‘মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড কমিটি ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক’-এর দশম সাধারণ সভায় ঘোষণাটি দেওয়া হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কমিটির কাছে ‘সুলতানা’স ড্রিম’-এর জন্য আবেদন জানিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই সাফল্যের উদ্‌যাপন তাই জাদুঘর আয়োজন করেছে ব্যাপক এবং ধারাবাহিকভাবে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একশ বছর আগে নারীর মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছিল সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থের মাধ্যমে। এই গ্রন্থ পাঠ উদ্‌যাপনকে তাই লক্ষ করে শুরু হয়েছে ‘সুলতানার স্বপ্ন : গ্রন্থপাঠ উদ্‌যোগ।’ উদ্যোগে অংশ নিয়েছে ঢাকার বেসরকারি পাঠাগারসমূহ এবং সহযোগিতা প্রদান করছে বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতি। গ্রন্থপাঠ উদ্‌যোগে যুক্ত হয়েছে ঢাকার বাইরেরও কয়েকটি পাঠাগার। ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এই গ্রন্থপাঠ উদ্‌যাপনের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে ২৭টি পাঠাগার অংশগ্রহণ করে।

এরপর পাঠাগারগুলো সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থটি শিক্ষার্থী, সদস্য, অভিভাবক এবং শুভাকাঙ্ক্ষিদের পড়তে দিয়েছে। পাঠকরা ১৫ জানুয়ারির মধ্যে পাঠ শেষে তাদের পাঠ-প্রতিক্রিয়া লিখিতভাবে জমা দেবে স্ব স্ব পাঠাগারে এবং গ্রন্থাগারগুলো তা পাঠিয়ে দেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। এছাড়া তারা নিজস্ব অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করবে ১৫-২০ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে। ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে গ্রন্থপাঠ উদ্‌যাপনের সমাপনী উৎসব।

পাঠাগারগুলোর এই আয়োজন পরিদর্শন করেন জাদুঘরের কর্মী সত্যজিৎ রায় মজুমদার ও এস এম মোহসীন হোসেন। ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ৩ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ঢাকার ২০টি পাঠাগার পরিদর্শন করে ইতিবাচক প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করেন তারা।

পাঠাগারগুলো সমাপনী উৎসবকে কেন্দ্র করে পাঠপ্রতিক্রিয়া সংগ্রহ, নাটিকা, পোস্টার ও ছবি আঁকা, ভিডিও ক্লিপ তৈরি ইত্যাদির প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ৩০ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সারাদিনের উৎসবে অংশগ্রহণ কারী ২৭টি পাঠাগারের থাকেব স্ব স্ব বুথ বা স্টল। সেখানে তারা তাদের থিম বা কার্যক্রম উপস্থাপন করবে। অনেক পাঠাগার সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করবে।

এস এম মোহসীন হোসেন
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ
ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্ক ২০২৫

প্রশিক্ষণার্থীদের নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ও সনদপত্র প্রদানের মাধ্যমে শেষ হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্ক শিরোনামের পাঁচ দিনব্যাপী প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কর্মশালা। সমাপনী অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের গুরুত্ব তুলে তরুণ নির্মাতাদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। ট্রাস্টি মফিদুল হক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে তাদের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দান করেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল, চলচ্চিত্র নির্মাতা শবনম ফেরদৌসী, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সম্পাদক শারমিন দোজা, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চিত্রগ্রাহক কামরুল আহসান লেনিন, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক তানিম ইউসুফ এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা স্বজন মাঝি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগের কিউরেটর আমেনা খাতুন জাদুঘর বিষয়ে একটি বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন। কর্মশালায় ২৫ জন তরুণ প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণার্থীরা কর্মশালার অংশ হিসেবে রায়েরবাজার বধ্যভূমি, মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান এবং জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে মাঠ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা ও শহিদ পরিবার নিয়ে ২ থেকে ৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের ১৫টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন শেষে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ফরিদ আহমদ গোটা কর্মশালাটি পরিচালনা করেন।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

‘প্রত্যেক শহিদের জীবন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে, তাদের বহুরকম অবদান আমাদের স্বীকার করতে হবে। সেই অবদানে আমাদের জীবন কতটা পরিপুষ্টি অর্জন করেছে, সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, শক্তি অর্জন করেছে, সেটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।’
গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত বর্তমান প্রজন্মের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। তিনি বলেন, এই স্মরণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো নতুন প্রজন্মকে কীভাবে আমরা মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত করবো। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ধারাবাহিকতা কীভাবে প্রবাহমান থাকবে। শহিদদের চরম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাদের যে স্বপ্ন যে অপূর্ণ বাসনাকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছিল, সেই স্বপ্নকে আমরা যত বেশি বাস্তবায়ন করে তুলতে পারবো, শহিদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনটাও তত সার্থক হবে। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ নানা রকম চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে গেছে, কিন্তু চরম দুর্দিনেও স্বাধীনতার স্পৃহা এবং শক্তিকে বাঙালি বিসর্জন দেয়নি। তিনি বলেন, ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বহিনী পাইকারী গণহত্যা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু করেছিলো। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে শিক্ষকসহ সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি এমনকি আলেম ওলামাদেরও হত্যা করা হয়। তাঁরা জীবনভর অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সম্প্রীতির সমাজের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, এমনকি তাদের জীবনদানের মধ্য দিয়েও সেই আদর্শ তুলে ধরেছেন। শহিদদের অসমাপ্ত স্বপ্ন পুরণ, বাংলাদেশের বিকাশ, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি, বাংলাদেশের মুক্ত সমাজ, বাংলাদেশের সম্প্রীতির সমাজ গড়ার যে লড়াই, সে লড়াইকে নানাভাবে শক্তিশালী করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজকের বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। মুক্তসমাজের পক্ষে দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছে। তাদের উপর আস্থা রেখে তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন, বাংলাদেশ কখনো পরাভূত হবে না।
শহিদ পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে ‘শিলালিপি’ পত্রিকার সম্পাদক শহিদ সেলিনা পারভীনের পৌত্র শ্রয়ণ জওহর বলেন, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ যখন তার দাদিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার বাবার বয়স মাত্র ৭ বছর। শহিদ সেলিনা পারভীন ছিলেন একক অভিভাবক। তিনি বারবার অনুরোধ করেন তার ছেলেকে দেখবার কেউ নেই। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শোনেনি সে কথা। তারা তার দাদিকে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে প্রথমে বেয়নেট চার্জ করে এবং পরে গুলি করে হত্যা করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক শহিদ রাশীদুল হাসান-এর দৌহিত্রী অর্চি হাসান নিজেই বর্তমানে শিক্ষক। তিনি তার নানাকে খুঁজে পান নানার লেখা ডায়েরি আর কবিতায়। অর্চি উল্যেখ করেন, তার নানা ১৯৬৯ সালের ডায়েরিতেই পূর্ব পাকিস্তানের বদলে পূর্ব বাংলা লিখেছিলেন। ১৯৭১-এর শুরু থেকেই বাংলাদেশ লিখেছেন পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে। শহিদ রাশীদুল হাসান অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ও সাহসী ছিলেন এবং যা বিশ্বাস করতেন তাতে অবিচল থাকতেন বলে অর্চি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একাত্তরের সত্যকে এই প্রজন্ম প্রত্যক্ষ করেনি। কিন্তু সত্যকে খুঁজলেই পাওয়া যায়। বর্তমান প্রজন্মকে সেই সত্য ধারণ করতে হবে এবং বাঁচিয়ে রাখতে হবে।
শহিদ সাংবাদিক খন্দকার অবু তালেব-এর পৌত্র রাগীব আহসান অমিও তুলে ধরেন তার দাদার জীবন সংগ্রামের কথা। অসচ্ছল এবং অনেক ভাই-বোনের পরিবারের সন্তান খন্দকার আবু তালেব-এর পিতা চান নি ছেলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে, ছেলে দ্রুত পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এটাই তিনি চাইতেন। কিন্তু তার মা চাইতেন ছেলে লেখাপড়া করবে, শিক্ষিত হবে এবং দেশের জন্য কিছু করবে। আবু তালেব নিজের লেখাপড়ার দায়িত্ব এবং পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করার জন্য লজিং মাস্টার হিসেবে যুক্ত হন এক পরিবারে। ম্যাট্রিক পাশ করে চলে যান কলকাতায়। সেখানে একটি অফিসে কেরানি হিসেবে চাকরি নেন। পাশাপাশি পড়াশোনা চালু রাখেন। ৪৭-এর পর তিনি ঢাকায় আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন বিভাগে ভর্তি হন, তবে পেশা হিসেবে বেছে নেন সাংবাদিকতা। তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণির অনেক পত্রিকার জন্য তিনি কলাম লিখতেন।
পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুর হত্যার শিকার অনেক শহিদের তথ্য এখনও অজানা রয়ে গেছে। শহিদ পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের এই সদস্যরা প্রত্যাশা করেন, সকল শহিদের তালিকা করা হোক। কোন আর্থিক সহায়তা তারা চান না। তারা চান শহিদদের যেন প্রাপ্য সম্মান দেয়া হয়। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে শহিদ পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সদস্যদের নিয়ে তৈরি হওয়া বধ্যভূমির সন্তানদলের ‘লেখা আছে অশ্রুজলে’ শীর্ষক আলেখ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্ক স্মৃতিকথা

১১ জানুয়ারি ২০২৫ পাঁচ দিনের 'ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্ক' শেষ হল। একই সাথে তরান্বিত হল একদল স্বপ্নবাজ নবীনের স্বপ্নযাত্রা। মাত্র এই পাঁচ দিনের স্মৃতি কথা লিখতে গিয়ে দেখছি অনেক স্মৃতি জমিয়ে ফেলেছি। বাকিদেরও নিশ্চই ব্যাতিক্রম হবে না। আমি ধারণা করে বলতে পারি আমরা প্রত্যেকেই এখান থেকে এমন কিছু স্মৃতি নিয়ে ফিরেছি যা হয়ত সহজে ভুলবার নয়।

শুরুটা ছিল অনভিজ্ঞের অজানা পথে একদল অপরিচিতের সাথে যাত্রা। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং-এর জগতে একদম নতুন। 'প্রামাণ্যচিত্র পরিচিতি ও চর্চার ক্ষেত্র' শিরোনামে তানভীর মোকাম্মেল স্যারের সুবিন্যাস্ত উপস্থাপন এবং গভীর আন্তরিকতার সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় ছিল আমাদের এই দুর্গম পথ পাড়ি দেবার প্রথম অনুপ্রেরণার জায়গা। পরের সেশন 'ডকুমেন্টেশন, স্মৃতি ও প্রামাণ্যচিত্র' আমার বিবেচনায় এটি ছিল আমাদের এই ফিল্ডওয়ার্কটির আইস ব্রেকিং পয়েন্ট। এ পর্বে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্মৃতির ভাগিদার হয়ে উঠি। ছোট্ট বেলায় বাবার কোলে তোলা ছবির স্মৃতি বলেছিলেন নাফিয়া আপু। মনে পরে সাব্বিরের দাদি আর ফাহমিদার কখনও বুড়ি না হওয়া সেই ফুফুর কথা- সবই তো এখন আমাদের স্মৃতি। রোমানা আপুর সরল উত্তরে হো হো করে হেসেছিলাম আমরা সবাই। ত্রিশাল থেকে আসা মাহমুদুল ভাইয়ের মুখে শোনা ভাসানযাত্রার স্মৃতি আমাকে বেশ তাড়িত করেছিল আর চোখ বুজে অনেকবার পৌঁছাতে চেয়েছি জেরিন চাকমার স্মৃতিচারণে কাপ্তাই লেকের সেই ঘাটে আর সত্য বুদ্ধের কাছে। এই স্মৃতি ভাগাভাগি প্রক্রিয়ার শেষে টি-ব্রেকে বুঝতে পারলাম আমরা আসলে আর সেই অপরিচিতটি নেই। দেখলাম এরই মধ্যদিয়ে আমরা একে অন্যের মাঝে পছন্দের দিক খুঁজে পেতে শুরু করেছি। বুঝলাম দুর্গম পথ পাড়ি দেবার পথে অনুপ্রেরণার পরে এবার পেয়ে গেলাম সেই পথ পাড়ি দেবার সাথী। কোর্স পরিচালক ফরিদ ভাই দেখিয়েছেন কীভাবে বন্ধুর মতো করে মিশে থেকে পিতার মতো দায়িত্ব পালন করা যায়। তিনি একজন দূরদর্শী ও সুপরামর্শক। তাকে নিয়ে আলাদা করে লেখা যায়। পেলাম একে একে বাকি সবই। ফিল্ম নির্মাণের যান্ত্রিক কৌশল শেখালেন চিত্রগ্রাহক ও চলচ্চিত্র পরিচালক কামরুল আহসান লেনিন। একজন গুণী ও প্রচণ্ডমাত্রায় নিরঅহংকারী মানুষ তিনি। এখন যাবার পালা ছিল যুদ্ধের ময়দানে, আমাদের প্রত্যেককে প্রামাণ্যচিত্র বানাতে হবে। কিন্তু এই কঠিন যাত্রা পাড়ি দেবার আগেই আমাদের দরকার ছিল একটু চাপ মুক্তির। জানি না কোর্স ডিজাইনের গুণে নাকি কোনো ঐশ্বরিক গুণে, এখানে প্রতিটি মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে ঠিক মোক্ষম সময়টিতে। এবার আমরা সকলে পেলাম স্বজন মাঝিকে। তার

শিল্পী সত্ত্বা ও নির্মাণ শৈলীর সম্পর্কে অনেকেই অবগত। কিন্তু আমি তাকে দেখেছি এক প্রচণ্ড আড্ডাবাজ প্রাণ হিসেবে। আড্ডা দিয়ে না আপনি তাকে ক্লান্ত করতে পারবেন না আপনার সময়ের খেয়াল থাকবে। তার হাত ধরে যে দলটি জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে ফিল্ডওয়ার্কে গিয়েছিল তাদের বর্ণনায় বোধ করা যায় যে তারা কতটা চাপ মুক্ত থেকে যুদ্ধের ময়দান থেকে সফলতা নিয়ে ফিরেছেন। ফিল্ডওয়ার্ক পরবর্তী বাকিটা পথ আমরা সকলেই তার সাহচর্যে ভীষণ সাবলীল থেকেছি। ফিল্ডওয়ার্কের শেষে আমরা যখন সম্পাদনা সংক্রান্ত সংকটে জর্জরিত তখন এলেন শারমিন দোজা। দিনব্যাপী তিনি আমাদের সংগৃহীত ফুটেজ অত্যন্ত ধৈর্য্য ও আন্তরিকতার সাথে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। আমরা পেলাম আমাদের কাঙ্খিত গল্পটি বলবার ও সম্পাদনার জ্ঞান। সম্পন্ন হয়ে গেল আমাদের প্রত্যেকের নির্মাণ। আহ.. সত্যিই আমরা কেউ ভাবতে পারিনি মাত্র পাঁচ দিনের প্রচেষ্টায় এমনটা সম্ভব। আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারি ফিল্ডওয়ার্কটির শেষে আমাদের অর্জন ঠিক কতটুকু। কত নাম না জানা চলচ্চিত্র পরিচালক ও তাদের চলচ্চিত্রের সাথে পরিচয় ঘটেছে আমাদের এখানে। পেয়েছি তানিম ইউসুফ ও শবনম ফেরদৌসীর মতো বড় মানুষের সাথে নিজেদের জমে থাকা না জানা- না বোঝা বহু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টার সুযোগ। সেই দূর সুন্দরবন ঘেঁষা কয়রা থেকে ছুটে আসা ইমরানকে ফিল্ডওয়ার্কে প্রথম দিনেই আমার বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। ফিল্ডওয়ার্কে গিয়ে পেয়েছি একটি বট গাছ। যাকে ঘিরে আমার এক অজানা গন্তব্যের শুরু হল। আসলে অর্জনের তালিকাটা সুবিস্তৃত। তবে এরই মাঝে একটি বড় দায়িত্বের ভারও অনুভব করছি। প্রিয় মফিদুল হক স্যার সমাপনী অনুষ্ঠানে আমাদের নির্মাণের প্রদর্শন শেষে সকলের নির্মাণ নিয়েই কিছু বলেছিলেন। তিনি আমার নির্মাণ করা 'বটের কথা' কাজটি নিয়ে বলতে গিয়ে আমাদের সকলকে নিয়ে গেলেন সেই ৭১-এর রায়ের বাজার বদ্ধভূমির বট বৃক্ষের স্মৃতির দ্বারপ্রান্তে। মুহূর্তে হলে উপস্থিত থাকা সকল মানুষ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। স্যারের শোকে জড়িয়ে ওঠা কণ্ঠ বাক্‌রুদ্ধ করেছিল সকলকে। আর আমি বুঝেছিলাম ইতিহাস নিয়ে কাজ করাটা কতটা স্পর্শকাতর, কতটা দায়িত্বের। যে বটবৃক্ষ নিয়ে যে কাজ আমি শেষ করেছি ভেবেছিলাম আসলে সেটা ছিল শুরু। মফিদুল হক স্যার সেদিন যে গুরুভার আমার কাঁধে তুলে দিয়েছেন সে গুরুভার বহন করবার সক্ষমতা প্রকৃতি আমাকে দান করুক। সবশেষে ধন্যবাদ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে। এই স্বল্পদীর্ঘ যাত্রায় সাথে পাওয়া প্রতিটি মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা।

রূপম রায় রূপ

সুলতানার স্বপ্ন পূরণে নারী অভিযাত্রীদল

২-এর পৃষ্ঠার পর

অনেক শব্দ মাথায় আসছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা যে শব্দটিতে একমত হই সেটি হলো 'অবারিত' এবং আমাদের বাংলা ট্যাগলাইন হলো 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত'। এই বাংলা ট্যাগলাইনটা লেখার সময় আমার মনে হচ্ছিল যে, আমরা সুলতানার স্বপ্ন পড়ছি কিন্তু সুলতানার স্বপ্নের পেছনের স্বপ্নটা ঠিক কতটা অবারিত সেটা কি আমরা উপলব্ধি করতে পারছি? কারো স্বপ্ন যখন অবারিত হয় তখন সে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। সুলতানার স্বপ্ন যে ফলটা নিয়ে এসেছে, সেটাই হচ্ছে সুলতানার স্বপ্ন। ২০২৪-এ এসে আমরা সুলতানার স্বপ্নকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। কতটা শক্তিশালী হলে একটা স্বপ্ন এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে বছরের পর বছর প্রবাহিত হতে পারে। তিনি আশা করেন হিমালয়ের বরফাচ্ছন্ন পাহাড়ের মধ্যে সুলতানার স্বপ্ন একটি উষ্ণতা ছড়াবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদেরকে তিনি সুলতানার স্বপ্নকে আরো বেশি প্রচারণার মাধ্যমে সবার মাঝে পৌঁছে দিতে সহযোগিতার হাত বাড়াতে অনুরোধ করেন। মাস্টারকার্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার এমন একটি চ্যালেঞ্জিং অভিযানে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পেরে গর্ববোধ করে বলেন, 'যখনি জানতে পেরেছি এরকম একটি উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, তখন আমরাও এই উদ্যোগের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইনি। ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য এই উদ্যোগের সাথে আমরা যুক্ত হইনি, ভালো একটা কাজে যুক্ত হওয়ার একটি ভালো কারণ হিসেবে আমরা এটাকে গণ্য করেছি। পাশাপাশি যে সময়টা বেছে নেয়া হয়েছে এমন একটি অভিযাত্রা করার জন্য অবশ্যই সে সময়টা কোনো সহজ একটি সময় না বলে তিনি উল্লেখ করেন। এটাকে কেবল স্বপ্ন সত্যি হলো বলা যায়না কারণ, এরকম একটা সময়ে এরকম একটা অভিযাত্রাতে যাওয়াটা একটা সাহসের ব্যাপারও বটে। নারী অভিযাত্রীদের মানসিক শক্তির কথা ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'পাঁচ জনের মধ্যে তহুরা সুলতানা নামের একজন যিনি মিটিংয়ের আগের দিন যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে এসেও পরদিন সকালে মিটিং-এ যোগ দিয়েছেন, অথচ তার চেহারাতে ক্লান্তির কোনো ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি। এ ধরণের মানসিক শক্তিটি তাদের অভিযাত্রাতে শক্তি যোগাতে বিরাট সাহায্য করবে।' বক্তব্যের সমাপ্তিতে তিনি অভিযাত্রীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন তাদের এই অভিযানটির খবর বাংলাদেশের প্রতিটি নারীর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা তিনি করবেন যাতে প্রতিটি নারী অনুপ্রাণিত হয়। অভিযানের দলনেতা এবং অন্যতম সদস্য নিশাত মজুমদার বলেন, এই অভিযানটি বাংলাদেশী নারীদের দৃঢ়তা, কল্পনাশক্তি ও সাহসিকতা উৎযাপন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে। নেপালের ল্যাংট্যাং হিমালয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই শীতকালীন অভিযানের লক্ষ্য তিনটি শিখরে আরোহণ করা।

সুলতানার স্বপ্ন সংক্রন্ত দলিলপত্র ও তথ্যের সংরক্ষক হিসেবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে ইউনেস্কোর কাছে আবেদন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। বাংলার প্রতিটি নারীকে এক একজন সুলতানা হয়ে ওঠার আশা ব্যক্ত করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

মাস্টার কার্ড, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে দলনেতা নিশাত মজুমদারের হাতে মাস্টারকার্ড এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্পণ করা হয়।

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে লিবারেশন ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্ক

চলচ্চিত্র একটি বিশেষ মাধ্যম যেখানে একজন নির্মাতা তার বাস্তবিক ও কাল্পনিক সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পারেন। তার ভাবনাকে ফ্রেম, শব্দ ও সংগীতের সমন্বয়ে পর্দায় তুলে ধরতে পারেন। ইতিহাস সংরক্ষণে চলচ্চিত্র নির্মাণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে চলচ্চিত্র বা ডকুমেন্টারি যে কতটা গুরুত্ব বহন করে তার সবচেয়ে বড় মাইলফলক চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান নির্মিত 'স্টপ জেনোসাইড'। এটি মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবিক ইতিহাস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে।

যে সকল নবীন নির্মাতা মুক্তিযুদ্ধের আর্কাইভাল উপকরণ এবং ঘটনা তুলে ধরতে আগ্রহী তাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এক অনন্য প্রয়াস 'লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ'। এছাড়াও একাডেমিক চর্চায় ডকুমেন্টারি ফিল্মের সমন্বয় বিশেষভাবে সমাদৃত। ২০০৬ সাল থেকে চলমান রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই ডকফেস্ট আয়োজন। এবছর পাঁচ দিনব্যাপী প্রামাণ্যচিত্র বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তরুণ নির্মাতার সৃজনশীল চিন্তাকে তুলে ধরার জন্য এটি একটি বিশেষ প্লাটফর্ম। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন নবীন নির্মাতা ডকুমেন্টারি ফিল্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী ধারণা অর্জনের পাশাপাশি ক্যামেরা চালনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে ৩-৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারবেন। গত ৪ জানুয়ারি কর্মশালার ৩য় দিনে 'ক্যামেরায় বাস্তবতার উপস্থাপন' শীর্ষক ফিল্ডওয়ার্কে জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শনে আসেন কয়েকজন নবীন নির্মাতা। জল্লাদখানা বধ্যভূমির নির্মম ইতিহাস নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে। এই ফিল্ডওয়ার্কের প্রশিক্ষক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিও ভিজ্যুয়াল কর্মকর্তা শরীফ রেজা মাহমুদ। দেশি ইটের তৈরি জল্লাদখানা বধ্যভূমির অবকাঠামো নির্মাণ শৈলী প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে। জল্লাদখানার প্রতিটি ইটে যেন গাঁথা রয়েছে হাজারো শহিদের আর্তনাদের ইতিহাস। এই বিষয়টিকে নিজের মধ্যে সঠিকভাবে ধারণ করতে পারলেই তা দর্শকের সামনে তুলে ধরা সম্ভব। কিন্তু তা যদি হয় ৩-৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের তাহলে বিষয়টি আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তুলে ধরতে হবে জল্লাদখানার মূল ইতিহাস এবং শহিদ পরিবারের স্মৃতিকথা। নবীন নির্মাতাদের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে জল্লাদখানায় এসেছিলেন শহিদ কাশাবাদ্দোজার কন্যা শাহিনা দোজা শেলি। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ মিরপুর ১১নং সেকশনে নিজ বাড়ি থেকে কাশাবাদ্দোজা এবং তার বড় ভাই বদরুদ্দোজাকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি সেনা। ঘণ্টাখানেক পর প্রতিবেশী এক বিহারির মাধ্যমে কাশাবাদ্দোজার পরিবার জানতে পারে যে, দুই ভাইকে জল্লাদখানায় নিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। বাবা শহীদ হওয়ার ১৬ দিন পর শাহিনা দোজা শেলীর জন্ম হয়। তাই বাবাকে দেখা হয়নি তার। বাবা সম্পর্কে যতটুকু জেনেছেন তার সবটুকুই মা হামিদা বেগমের মুখে শুনে। তাই বাবা তার কাছে অদৃশ্য এক ব্যক্তি যাঁকে শুধু অনুভব করা যায়। তাই জল্লাদখানায় আসলে বাবার অদৃশ্য স্নেহ অনুভব করেন তিনি।

শহিদ শহীদুল্লাহ মোল্লার স্ত্রী সফুরুন্নেসা বয়োবৃদ্ধ হওয়ায় জল্লাদখানায় উপস্থিত হতে অপারগতা জানালে একটি টিম তার বাসায় গিয়ে তার সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করে। ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল শহীদুল্লাহ মোল্লাকে তার বাবা বরকত আলী মোল্লা ও ভাই আব্দুল আজিজ মোল্লাসহ তিনজনকে অবাঙালী এবং পাকিস্তানি বাহিনী বেঁধে নিয়ে যায়। এসময় শহীদুল্লাহ মোল্লার স্ত্রী সফুরুন্নেসা ও তার ৪ কন্যাসহ সকলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। আব্দুল আজিজের স্ত্রী রাহেলা বেগম তাঁদের তিনজনকে জল্লাদখানা সংলগ্ন ধানক্ষেতের দিকে নিয়ে যেতে দেখেছিলেন। আর তাঁরা ফিরে আসেননি। এতিম ৪ কন্যাকে নিয়ে অসহায় সফুরুন্নেসা জীবনের অধিক সময় কাটিয়ে ফেলেছেন। এছাড়াও শহীদ গোলাম কিবরিয়া চৌধুরীর পুত্র গুলজার হোসেন চৌধুরী সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি শহীদ হন। সেই মিরপুর যুদ্ধে ৩০ জানুয়ারি বড় ভাই বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে এসে মিরপুরে নিখোঁজ হন চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান। তাই মিরপুরের কোন এক বধ্যভূমিতে তাঁর অস্তিত্ব থাকতে পারে। তবে জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে সাদা পাথরে সমগ্র বাংলাদেশের বধ্যভূমির অসম্পূর্ণ তালিকার শেষ কালো গ্রানাইট পাথরে ইংরেজি হরফে লেখা রয়েছে 'স্টপ জেনোসাইড'। শহিদ জহির রায়হানের ঐতিহাসিক প্রমাণ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড' নাম থেকেই এই শব্দ চয়ন করা হয়েছে। ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্কে অংশগ্রহণকারীদের কাছে তাদের নির্মাণ কর্মের জন্য জল্লদখানা বধ্যভূমি একটি আদর্শ স্থান হিসেবে আদৃত হয়েছে।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

সুলতানার স্বপ্ন বহন করা বাংলাদেশী পাঁচ নারী পর্বতারোহীর সাহসিকতার উদ্‌যাপন নেপালে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং পরে সুরিয়া শৃঙ্গ (৫,১৪৫ মিটার) এবং গোসাইকুন্ড শৃঙ্গ (৪,৩৮০ মিটার) জয় করে তাদের মিশন সম্পন্ন করে। অভিযাত্রী ইয়াসমিন লিসা বলেন, এই অভিযানের মধ্য দিয়ে আমাদের পর্বতারোহনের প্রতিটি দিক– শৈল আরোহণ, বরফ আরোহণ এবং বরফ কেটে পথ তৈরির পক্রিয়া পরীক্ষিত হয়েছে ।

লিসা, এমন একটি সমাজে বেড়ে ওঠেন যেখানে একজন মেয়ের ভবিতব্য ছিল বিয়ে, তিনি যখন এই পথ বেছে নেন তখন সেটি বিদ্রোহের মতো মনে হয়েছিল। তিনি বলেন, 'একটি সমাজ যেখানে নারী হয়ে স্বপ্ন খোর সুযোগ বিরল, সেখানে এই অভিযানের মাধ্যমে, আমার স্বপ্নগুলি ডানা মেলছে।'

অর্পিতা দেবনাথ এই প্রথমবার ট্রেকার হিসেবে হিমালয়ে যান। তিনি বলেন, ইয়ালা বেস ক্যাম্পে যাওয়ার পথে তিনি তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোর মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার পর, অভিযানটি জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে এবং স্যার এডমন্ড হিলারির একটি কথা সবসময়েই আমাকে অনুপ্রাণিত করে, তিনি বলেছিলেন 'এমন নয় যে আমরা পাহাড় জয় করি, বরং আমরা নিজেদেরই জয় করি'।

আরেক পর্বতারোহী রেখা বলেন, পর্বতারোহণের পথ বেছে নেবার সময় অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। মানুষ সবসময় ঠাট্টা করে বলে, এতে দেশের কী লাভ? একজন মহিলা হয়ে কেন পাহাড়ে উঠতে হবে? তিনি বলেন, পাহাড় আমার কাছে মা এবং যাই হোক না কেন, আমি আমার স্বপ্ন এবং পাহাড়ের প্রতি আমার ভালোবাসাকে নিয়ে এগিয়ে চলবো।

অভিযাত্রী মৌসুমী আখতার এপি বলেন, এই অভিযানের মাধ্যমে আমরা কেবল স্বপ্ন দেখতেই নয়, বরং জয় করতেও শিখেছি, যে সমাজ নারীদের সবসময় আবদ্ধ করে রাখতে সচেষ্ট থাকে, সেখানে এটি অনুপ্রেরণা যোগাবে।

বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি ড. সুসান ভাইজ বলেন, এই অভিযান 'সুলতানার স্বপ্ন'র আদর্শকে ধারণ করে এবং লিঙ্গ সমতা, শিক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর প্রাসঙ্গিকতা প্রদর্শন করে।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা ঘোষণা করেন প্রতিবছর নেপাল এবং বাংলাদেশের নারীদের অভিযান অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও রেড পান্ডা বুকস 'সুলতানা'স ড্রিম'-এর একটি নেপালি সংস্করণ প্রকাশ করছে, যা নারীর ক্ষমতায়নের বার্তাকে নেপালেও ছড়িয়ে দেবে।

ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্কের অভিজ্ঞতা

সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে লিবারেশন ডকফেস্টের ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্ক-২০২৫ কর্মশালাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এই কর্মশালার একটা প্রধান অংশ ছিল ফিল্ডওয়ার্ক, ঢাকা শহরের কয়েকটা বধ্যভূমিতে কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা গিয়ে জায়গাগুলো পর্যবেক্ষণ করবে ও সেখানকার ভিত্তিতে ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করবে। সেই সূত্রেই আমি আরো কয়েকজন অংশগ্রহণকারী ও একজন উপদেশকের সাথে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে যাই। এই জায়গাটা আমার কাছে অনেক আগে থেকেই পরিচিত। ছোটবেলা থেকেই প্রতি বছর বুদ্ধিজীবী দিবস আসলে টেলিভিশনে বিভিন্ন চ্যানেলের খবরে এই জায়গার কিছু চিত্র চোখে পড়তো। সে হিসেবে তখন থেকে এই জায়গাটাকে মুক্তিযুদ্ধের অন্তিম লগ্নে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের গণকবর বা হত্যা করা হয়েছে এমন একটা স্থান হিসেবেই জানতাম। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে আমার বাসস্থান মোহাম্মদপুরে যেটা এই রায়েরবাজার বধ্যভূমির খুবই নিকটে। আমি কয়েক বছর আগে যখন আমার বর্তমান আবাসে থাকা শুরু করি তার কিছুদিন পরেই জানতে পারি এই বধ্যভূমির অবস্থানের কথা। তারপর খুব বেশিদিন দেরি করি নাই জায়গাটা ঘুরে দেখার। প্রথমবার যাওয়ার অনুভূতি একেবারেই অন্যরকম ছিলো অনেকগুলো দিক থেকেই। ওখানে যাওয়ার পথে বা পরে বিস্মিত হয়েছিলাম এই দেখে যে এত ঘনবসতি ও লোকালয়ের কাছাকাছি হওয়া সত্বেও জায়গাটা নিয়ে মানুষের জানাশোনা বা আগ্রহ অনেকটাই কম। যাইহোক, প্রথমবার ওখানে যাওয়ার পর স্বচক্ষে যা দেখার ইচ্ছা ছিলো বা দেখতে পাবো বলে ধারণা করেছিলাম তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও অনুসন্ধিৎসার বিষয়টি ছিলো গণকবর। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর তেমন কিছু দেখতে পাইনি এবং যেই ঘটনার প্রেক্ষিতে জায়গাটার পরিচিতি তাও সেখানে কোথাও দর্শণার্থীদের জানানোর জন্য কোনো লিখিত কিংবা সংরক্ষিত উদ্যোগ দেখতে পাইনি। তবে বধ্যভূমির সামনের অংশের স্থাপনাগুলো প্রতীকী অর্থে জায়গাটা সম্পর্কে অনেক কিছুর অর্থ বহন করে তা বুঝতে পেরেছিলাম। এই ধরনের সংরক্ষণ ব্যতিক্রমী হলেও বিশেষ অর্থবহ। এর পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময়ে এই জায়গাটাতে গিয়েছি। কয়েকবার তো এমন কয়েকজনকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম যারা আগে জায়গাটাতে যায়নি অথবা আগে কখনো বধ্যভূমি দেখেনি। এছাড়াও ঢাকা শহরের যান্ত্রিক জীবনে নির্মল প্রকৃতির সান্নিধ্য পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এ জায়গাটা যেহেতু জনবসতি ও জন-যাতায়াত থেকে খানিকটা বাইরে অবস্থিত তাই অনেক অবসর সময়েও সেখানে গিয়েছি শুধু মুক্ত বাতাস পাওয়ার জন্যে। এই মুক্ত বাতাস সাধারণ কিছু নয়, প্রাকৃতির সাথে মুক্তির এক ভাবগত বহিঃপ্রকাশও বটে যেটা একাত্তরের বুদ্ধিজীবীদের প্রাণের বিনিময়ে ত্যাগ, স্বাধীনতা আর মুক্তির কথা না বলেও কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ করে।

যাইহোক সম্প্রতি যখন লিবারেশন ডকফেস্টের ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্ক কর্মশালার অংশগ্রহণকারী হিসেবে আরেকজন অংশগ্রহণকারীর সাথে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে গিয়ে দুজন যৌথ ভাবে ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানানোর বিষয়ে কথা বলছিলাম সেই সময় কথোপকথনে এই জায়গাটাকে আরেকটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আবিষ্কার করলাম। আমরা কখনো কোনো দর্শনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে গেলে সেখানকার সম্পর্কে জানতে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও দর্শনার্থীদের এসব বিষয়ে জানানোর দিকগুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষ, সমাজ, রাষ্ট্রের কি ভূমিকা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলি ঠিকই কিন্তু একজন নাগরিক হিসেবে আমরা নিজেরা এসব জায়গার সাথে কীভাবে সংযোগ স্থাপন করি অথবা নিজেদের কাজের দিক থেকে কীভাবে এই জায়গাটা তুলে ধরা যায় অথবা আরো ভালোভাবে এখানকার সম্পর্কে নিজেদের দিক থেকেই জানা যায় সেই দিকটা বেশিরভাগ সময়েই নজর-আন্দাজ করি বলে আমার মনে হলো এইবার যাওয়ার পর। আমার চিকিৎসাশাস্ত্রের পড়াশোনার প্রথম ধাপেই মানবদেহের অস্থি নিয়ে বিষদ অধ্যায়ন করতে হয়েছিল। সেখানে আমরা দেখি সকল মানুষের অস্থির (হাড়) বৈশিষ্ট্যসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একই বা সাধারণ। তবে অনেক ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যও আছে যেটা সাধারণত বাস্তবিক পাঠ্যে দেখা যায় না। কোনো বিশেষ রোগী বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অস্থিতে ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অস্থির এই ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যগুলোও আরও বিষদভাবে জানতে বিভিন্ন বধ্যভূমি থেকে প্রাপ্ত অস্থিসমূহ বাস্তবিক পাঠ্যে ও গবেষণায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এরই সাথে এই বিষয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে গেলে বধ্যভূমিতে প্রাপ্ত শহীদদের অস্থিগুলোর অবস্থা থেকে বোঝা যেত শারীরিকভাবে তারা কতটা আঘাত, কষ্ট সহ্য করেছে তাদের জীবনের শেষ মুহূর্তে। এতে করে তাদের আত্মত্যাগের কথা চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণা ও পাঠ্যের মধ্য দিয়ে আরো ভালোভাবে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জানা যেত বলে আমার মনে হয়েছে। এই বিষয়টা সেদিন থেকে আমাকে বধ্যভূমি থেকে চলে আসার পরও অনেক ভাবাচ্ছে। আমি একজন স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করা মানুষ। দেশ স্বাধীন হওয়ার সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, ইতিহাস স্বচক্ষে না দেখলেও সেসবের অনুসঙ্গ বিষয়াদি এবং ভাব আমাকে ভাবায়। কেন ভাবায় এও এক ভাবনার বিষয়। আমার মনে হয় ইতিহাস মানে শুধু অতীত হয়ে যাওয়া ঘটনা নয়, ইতিহাস অনেক কিছুর পরিচয় ও সত্ত্বারও বাহক।

ইফতেখার রেজা শিখর

সিএসজিজে-এর ১৫তম মাসিক বক্তৃতামালা : কান্দে আমার মা

২য় পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত যে সকল বই এবং তথ্য পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই ছিল শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কথা।

তিনি নতুন প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে ধারন করা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। গণহত্যা বিচারের বিষয়ে তার অবস্থানের কথা উল্লেখ করে বলেন, কীভাবে একাত্তরের মানবতাবিরোধী গণহত্যার বিচারকার্য ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু হয়ে আজকের এই অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার অপচেষ্টার বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে আহ্বান জানান। তিনি দুঃখের সাথে বলেন বর্তমান সময়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ এবং বিপক্ষের বিতর্কের জায়গাগুলোর সমাধান করতে না পারার ব্যর্থতার পরিণতি বর্তমানে সবাই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি । তিনি দাবি করেন, '১৯৭১-এ ঘটে যাওয়া গণহত্যার ইতিহাস সকলের জানা এবং মানবতাবিরোধী সকল অপরাধের বিচার হওয়া দরকার'।

প্রশ্নত্তোর পর্বে দর্শক-শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হতে ইতিহাসের জ্ঞান নেয়, যা সমস্যার প্রধান কারণ। অনেক মানুষ কিংবা বুদ্ধিজীবীরাও এখন ফেসবুক বা অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম হতে তথ্য ধারণ করে, যা অনুচিত এবং একটি ভুল পদ্ধতি। সবশেষে তিনি বলেন যারা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানে এবং সমাজ ও রাজনীতি সচেতন তাদের সকলের সংঘবদ্ধ হওয়ার এখনই সময়। তিনি সকলকে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

রুরুমুনি রায় মজুমদার
স্বেচ্ছাকর্মী, শ্রুতিদৃশ্য কেন্দ্র
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আলোকচিত্রে বিজয় দিবস ২০২৪

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুদান প্রদান

মুক্তিযুদ্ধে শহিদ আলাউদ্দিন মোহাম্মদ জাহিন-এর বোন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ সাজেদা আমীন ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর হাতে অনুদানের এক লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

আগামীর আয়োজন

দশম বার্ষিক উইন্টার স্কুল

প্রতিবছরের মতো, এবছরও সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস আয়জন করেতে যাচ্ছে বার্ষিক উইন্টার স্কুল। দশম বার্ষিক উইন্টার স্কুলের থিম হচ্ছে 'রিইমাজিনিং পিস এডুকেশন ইন এ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাট্রোসিটিস'। এ বছরের উইন্টার স্কুলের লক্ষ্য হল অংশগ্রহণকারীদের পিস এডুকেশনের উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করানো, যাতে করে তারা ভবিষ্যতে সহিংস সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শান্তি, সহনশীলতা এবং সম্প্রীতি প্রচার করতে পারে। দশম বার্ষিক উইন্টার স্কুলটির বিস্তারিত জানতে ও আবেদন করতে লিংকে ক্লিক করুন।
আবেদনের লিংক: https://shorturl.at/AxwSc

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণ

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে তাঁর পরিবারের সহায়তায় আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিশুরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে এবং পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির কিশোর-কিশোরীরা 'মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ে ছবি আঁকবে।

সুলতানার স্বপ্ন পাঠ উদ্‌যাপন-এর সমাপনী

ইউনেস্কো-র মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রোকেয়া সখাওয়াৎ হোসেন প্রণীত সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উদ্‌যাপনে অংশ গ্রহণ করছে ঢাকা মহানগর ও সংলগ্ন এলাকার বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ। আগামী ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে পুরস্কার বিতরণী ও দিনব্যাপী পাঠ উদ্‌যাপনের সমাপনী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি : লিটন চক্রবর্তী

কোন সুহৃদ যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত হন তখন জাদুঘর যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি কোন সুহৃদের বিদায়ে ভারাক্রান্ত হয়। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১০ মহারাজা রোডে অবস্থিত মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক সদা হাস্যোজ্জ্বল লিটন চক্রবর্তী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ নিজ বাড়িতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবদ্ধ হয়ে পরলোক গমন করেন। জুন ২০০৮ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি 'ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর' প্রদর্শনীর সময় থেকে তিনি ছিলেন জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক। প্রয়াত লিটন চক্রবর্তী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধে পরিবার প্রধানহারা নারীর জীবন শীর্ষক গবেষণা' কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। জাদুঘর তার চিরশান্তি কামনা করছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official

শেষ পৃষ্ঠা